আত্মার বৈশিষ্ট্য

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আত্মার বৈশিষ্ট্য

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

আত্মার বৈশিষ্ট্য

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের চরিত্র থেকে তাদের মধ্যে যে কোনো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সংক্ষিপ্ত বইটিতে কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের চিকিৎসার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

আত্মার বৈশিষ্ট্য

পাপের উপর অবিচল থাকা

আত্মার প্রথম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপের উপর স্থির থাকে। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে পাপের প্রভাবকে ছোটোখাটোও অবমূল্যায়ন না করা। তাদের মনে রাখা উচিত যে পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

উপরন্তু, স্বেচ্ছায় কাজ করার জন্য পাপ ত্যাগ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মুসলমানদের উচিত ফরয কাজগুলো পূরণ করার সময় পাপ পরিত্যাগের দিকে মনোনিবেশ করা, তারপর স্বেচ্ছামূলক কাজগুলো করার মাধ্যমে তা অনুসরণ করা। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়তম হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মানুষ মান্য করা

পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল মানুষের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে। একজন ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য লোকেরা তাদের কোনোভাবে সুবিধা দিতে পারে বা কিছু ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র যিনি একজন ব্যক্তিকে এটি দিতে পারেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ। যদি একজন মুসলমান মানুষের আনুগত্য করে এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়, মহান আল্লাহ, মহান, আল্লাহ মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে পরিণত করবেন এবং তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর আনুগত্য করে, এমনকি যদি তা মানুষকে অসন্তুষ্ট করে, তবে মহান আল্লাহ তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 107:

"এবং যদি আল্লাহ তোমাকে বিপদে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই; আর যদি তিনি তোমাদের ভালো করতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিকারকারী নেই । তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌঁছে দেন..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। বাস্তবে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় সে অন্যের চাহিদা পূরণে অক্ষম। মহান আল্লাহ, শুধুমাত্র কিছু লোককে অন্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করেন কিন্তু আশীর্বাদের উৎস শুধুমাত্র মহান আল্লাহ। অতএব, যদি কেউ উৎসের আনুগত্য করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া, তবে তারা সর্বদা সমর্থন পাবে কিন্তু যদি তারা উত্সের অবাধ্য হয় তবে তারা অন্যের

কাছ থেকে কোন সুবিধা পাবে না যার সমর্থন প্রয়োজন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটি একটি হারিয়ে যাওয়া ভ্রমণকারীর মতো অন্য হারিয়ে যাওয়া যাত্রীর কাছ থেকে দিকনির্দেশ খোঁজার মতো। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 175:

"...সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো..."

অলসতা

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ অলস হয়ে যায় এবং স্বেচ্ছাকৃত ধার্মিক কাজগুলি থেকে দূরে সরে যায়। এটি আরও খারাপ হয় যখন একজন মুসলিম এই আচরণের সাথে উদ্বিগ্ন হয়। এর থেকেও বড় কথা যখন একজন মুসলমান তাদের অলসতার কারণে তাদের অলস আচরণ সম্পর্কে অবগতও হয় না। সবচেয়ে খারাপ হয় যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, যদিও তারা কেবল অলস হয়ে গেছে। এটা ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে জ্ঞান, শক্তি, অনুপ্রেরণা এবং সৎ কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কৃতজ্ঞতার অভাব আশীর্বাদ কেড়ে নিতে পারে যা অলসতার দিকে নিয়ে যায়। একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেছেন, যাতে তাদের আরও আশীর্বাদ দেওয়া হয় যা তাদের অলসতা থেকে বিরত রাখে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়ার কারণে শারীরিক অলসতা দেখা দিতে পারে। যখন কেউ ওভার খায় তা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করে যার ফলে একজন আনুগত্যের কাজে অলস হয়ে পড়ে। তাই অতিভোজন পরিহার করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। এটি তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকৃত হবে। অত্যধিক খাওয়া পরিহার করা ইচ্ছাকে দুর্বল করে যা অলসতা দূর করে। প্রকৃতপক্ষে, কোনো মুসলমান যদি জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

উপদেশ অনুসরণ করে, তবে এটি অলসতা প্রতিরোধ করবে এবং শরীরের অনেক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা। এক ভাগ খাবারে, এক তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে এবং বাকি তৃতীয়াংশ খালি রাখতে হবে। এটি সম্পূর্ণরূপে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বা পান করা থেকে নিজেকে বন্ধ করে অর্জন করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তির অলসতা তাদের সময় কতটা সীমিত তা ক্রমাগত মনে করিয়ে দিয়েও নিরাময় করা যেতে পারে। কেউ যদি তাদের সময়কে কাজে লাগাতে না পারে তবে তারা খালি হাতে এবং বড় আফসোস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। এই চিন্তা একজনকে অলস হওয়া বন্ধ করতে এবং সৎ কাজের জন্য প্রচেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

বাধ্যতা মধ্যে আনন্দ

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ তাদের মধ্যে আনন্দ না পেয়ে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে। এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি কোন অসুবিধা অনুভব করেন না কারণ কিছু শারীরিক কর্তব্য যেমন রোজা রাখা কঠিন হতে পারে। এর অর্থ হল, কাজটি সম্পন্ন করার পরে তারা সন্তুষ্ট বোধ করে না যে তাদের এটি সম্পাদন করার শক্তি দেওয়া হয়েছিল। এটি কারও উদ্দেশ্যের আন্তরিকতার অভাবের কারণে হতে পারে। তাই, মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র সৎ কাজগুলো করার জন্যই সচেষ্ট হতে হবে না বরং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে সেগুলো সঠিক নিয়তে সম্পাদন করতে হবে, অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ পরিত্রাণের আশা করে যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল আচরণ না করে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মহান আল্লাহর রহমতের আশা নয়, এটি কেবল ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার করে তার আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করবেন। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করার জন্য কোন বা ন্যূনতম প্রচেষ্টা না করে এবং তারপর আশা করে যে, মহান আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন। এটি সেই কৃষকের মতো যে বীজ রোপণ করতে বা তাদের ক্ষেতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং এখনও আশা করে যে তারা প্রচুর ফসল পাবে।

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এটি হল যে এটি সত্যকে পছন্দ করে না যখন এটি তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। এটি আরও খারাপ হয়ে উঠতে পারে যখন একজন ব্যক্তি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিশেষ করে বেআইনি জিনিসগুলি অনুসরণ করে। তাই একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র বৈধ ইচ্ছার অনুসরণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি এড়িয়ে চলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রেমে পড়তে পারে। এই ভালবাসা তাদের সত্যকে গ্রহণ করতে বাধা দেবে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় যদি এটি তাদের অনেক পছন্দের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজের মতামত বা অনুভূতির প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে সর্বদা সত্যকে গ্রহণ করা এবং তার উপর কাজ করা।

খারাপ চিন্তাগুলো

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যে একজন ব্যক্তি এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পছন্দ করে যা ইসলামে প্রশংসনীয় নয়। এটি তখন ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এই সত্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ তাদের অভ্যন্তরীণ চিন্তাগুলিকে ঠিক যেমন তিনি তাদের বাহ্যিক কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। অধ্যায় 50 ক্বাফ, আয়াত 16:

"এবং আমরা ইতিমধ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং জানি তার আত্মা তাকে কি ফিসফিস করে..."

এই মানসিকতা বিপজ্জনক কারণ এটি একজনকে তাদের চিন্তাভাবনার উপর কাজ করতে উৎসাহিত করে যা পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পাপের সূচনা হল মন্দ ধারণা। কোন মুসলমান অপছন্দ করে বাধা না দিলে তা প্রতিরোধী হয়ে যাবে। কোন মুসলমান তা প্রতিরোধ না করলে তা ফিসফাস হয়ে যায়। এই কানাঘুষাকে শৃঙ্খলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে তারা পদক্ষেপ নেবে।

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী দৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গির সতর্কতা অবলম্বন করা। তাদের উচিত তাদের সময়কে সৎ বা হালাল কাজ সম্পাদনের সাথে ব্যয় করা।

অন্যের দোষ-ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ অন্যের দোষ মূল্যায়নে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে তারা নিজের দোষের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেন এবং প্রকাশ্যে তাদের লজ্জিত করেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা নিজেদের দোষের প্রতি গাফিলতি করে তাদের উচিত অন্তত অন্যের দোষ গোপন করা যাতে মহান আল্লাহ তাদের দোষগুলো গোপন করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজন মুসলিমের উচিত তাদের চরিত্রের প্রতি চিন্তাভাবনা করা এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দূর করার চেষ্টা করা।

নিজের প্রতি সমবেদনা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যখন একজন মুসলিম আত্ম-মমতার অধিকারী হয়। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন অকৃতজ্ঞতা। একজন মুসলমানের জন্য সর্বদা মহান আল্লাহর অগণিত নিয়ামতকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, তাদের অধিকারী। বোঝার বাস্তবতা যে একটি নিয়ামত হারানো এবং এখনও অগণিত আরও কিছুর অধিকারী হওয়া এমন একটি জিনিস যার জন্য সমস্ত মুসলমানের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 18:

"এবং যদি আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চান তবে আপনি তাদের গণনা করতে পারবেন না..."

কপটতা

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল বাহ্যিক জিনিসে ব্যস্ত থাকা, যেমন বাহ্যিক নম্রতা হৃদয়ে না থাকা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই সহীহ মুসলিমের ৬৫৪২ নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক রূপ দেখেন না বরং তিনি তার অন্তরের অর্থ দেখেন। অভ্যন্তরীণ সত্তা অন্তরে উপস্থিত না থাকলে বাহ্যিক বিনয় এক প্রকার ভন্ডামি যা মুসলমানদের এড়িয়ে চলতে হবে। নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তাকে সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং তারপরে বাহ্যিক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের কাছে পুরস্কার চাওয়া

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল মানুষের সাহায্য করার পর তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাওয়া। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যদি মানুষের জন্য কাজ করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, কিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। শুধুমাত্র যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তখনই তারা তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে। এই সঠিক উদ্দেশ্যের একটি প্রমাণ হল যখন কেউ সাহায্য করার পরে অন্যদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা কামনা করে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বাতিল করো না..."

উচ্চ সামাজিক মর্যাদা খুঁজছেন

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও খ্যাতি অর্জন। এর মধ্যে রয়েছে গর্ব করা এবং নিজের জ্ঞানের সাথে প্রদর্শন করা। এটি একটি বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য যা একজনকে সরাসরি জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 259 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এটি বোঝার মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি জ্ঞান বা অন্য যেকোন নিয়ামত তাদের কাছে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দান করেছেন। তাই অহংকার না করে অজ্ঞতা থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর অহংকার করে সে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ, কারণ উপকারী জ্ঞান একজনকে আরও নম্র এবং মহান আল্লাহকে ভয় করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অতিরিক্ত কথা বলা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য প্রায়ই কথা বলা হয়. এটি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণে বা যখন কেউ নিরর্থক এবং খারাপ কথার ঝুঁকি বুঝতে পারে না তখন এটি ঘটে। একজন মুসলমানের সচেতন হওয়া উচিত যে তাদের বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাদের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে। অধ্যায় 50 ক্বাফ, আয়াত 18:

"সে [অর্থাৎ, মানুষ] কোন কথাই উচ্চারণ করে না, তবে তার সাথে একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে [লিপিবদ্ধ করার জন্য]।"

সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসটি সর্বদা মনে রাখা উচিত। এটি সতর্ক করে যে বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 3973 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, বিচার দিবসে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হল কথাবার্তা।

সহীহ বুখারি, 6018 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী উপদেশের উপর আমল করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

প্রশংসা এবং সমালোচনা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য অত্যধিক প্রশংসা এবং নিন্দার সাথে যুক্ত। এটি হল যখন কেউ অন্যদের খুশি হলে অতিরিক্ত প্রশংসা করে বা যখন তারা অসন্তুষ্ট হয় তখন তাদের অতিরিক্ত সমালোচনা করে। এটি তখন ঘটে যখন কেউ ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী কাজ না করে নিজের ইচ্ছা ও ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যের প্রশংসা ও নিন্দা করে। অর্থ, মহান আল্লাহ যাঁদের প্রশংসা করেন, তাঁদের প্রশংসা ও নিন্দা করা উচিৎ। সমালোচনা সর্বদা গঠনমূলক হওয়া উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে ভদ্রভাবে করা উচিত। যারা এই পদ্ধতির বিরোধিতা করে তারা কেবল অন্যকে বিব্রত করে এবং তাই সত্যকে গ্রহণ করা থেকে তাদের আরও দূরে ঠেলে দেয়। অন্যদের প্রশংসা করা তাদের আরও ভাল করতে উত্সাহিত করার একটি ভাল পদ্ধতি, বিশেষ করে বাচ্চারা। তবে এটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে করা উচিত এবং অন্যের প্রশংসা করার সময় কখনই অযথা কথা বা মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়।

নিয়তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল অকৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক পছন্দ এবং নির্দেশনার জন্য। একজন মুসলমানের এই সত্যটি বোঝা উচিত যে তারা কেবল জিনিসগুলির বাহ্যিক চেহারাই জানে এবং তাদের পছন্দের পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণে অত্যন্ত অদূরদর্শী। যদিও মহান আল্লাহ জানেন সবকিছুর মধ্যে কী আছে এবং সবকিছুর ফলাফল। অতএব, মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সিদ্ধান্ত সর্বদা তাঁর বান্দার পছন্দের চেয়ে উচ্চতর হবে। যদি একজন ব্যক্তির সবসময় তাদের ইচ্ছা পূরণ হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করবে। মহান আল্লাহর পছন্দে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁর পছন্দ পরিবর্তন করবে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর গজব হবে। তাই সর্বোত্তম আল্লাহর পছন্দকে গ্রহণ করাই উত্তম, কারণ এটি সর্বদা ভালোর দিকে নিয়ে যায় এমনকি যদি একজন ব্যক্তি জ্ঞান না দেখেও ডিক্রির পিছনে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পার্থিব ব্যস্ততা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট হচ্ছে পার্থিব বিষয় ও বিষয়ে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হওয়া। যদি এটি কারও প্রয়োজনের বাইরে করা হয় তবে এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ , বাড়াবাড়ি, বাড়াবাড়ি বা অপচয় না করে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে নেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকা। এবং তারপর তাদের পরকালের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করতে হবে। যে কেউ এই সীমা অতিক্রম করে সে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশের বিরোধিতা করে, যা সুনানে ইবনে মাজা, 3976 নম্বরে পাওয়া যায়। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন মুসলিম তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। যা তাদের চিন্তা করে না। বস্তুগত জগত একজনের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বের বাইরে তাদের চিন্তা করে না।

লোক দেখানো

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মানুষের কাছে নিজের সৎ কাজ দেখানো। মুসলমানদের বোঝা উচিত যে তারা যদি মানুষের জন্য কাজ করে তবে তারা এই দুনিয়া বা পরকালে মহান আল্লাহর কাছে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4203 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, এই লোকদেরকে বিচারের দিন বলা হবে যে তারা তাদের কাজের জন্য তাদের পুরষ্কার চাইবে যা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহকে অমান্য করে মানুষকে খুশি করা নিছক বোকামি, কারণ মানুষ মহান আল্লাহ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অথচ , কেউ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে মানুষের অসন্তুষ্টি এই পৃথিবীতে তাদের প্রভাবিত করবে না অথবা পরবর্তীতেও যদি এই ঐশ্বরিক সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়।

লোভ

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পার্থিব জিনিসের প্রতি অত্যন্ত লোভী হওয়া। এর ফলে একজনকে পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা উৎসর্গ করতে হয়। এটি একজনকে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতিতে অবহেলা করে। উপরন্তু, চরম লোভ প্রায়ই একজন ব্যক্তিকে অবৈধ উপায়ে পার্থিব জিনিস পেতে বাধ্য করে। এই মনোভাব একজন ধনী ব্যক্তিকে তাদের ক্রমাগত প্রয়োজনের কারণে দরিদ্র করে তুলতে পারে। একজন মুসলমানের তাই নিজেদেরকে পার্থিব জিনিসের দাসত্ব করা উচিত নয় যখন তারা কেবল মহান আল্লাহর দাস হওয়া উচিত। একজন ব্যক্তি কেবল তাই পাবে যা তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি যতই লোভী আচরণ করুক না কেন এই বরাদ্দ পরিবর্তন হবে না। তাই একজন মুসলমানের উচিত, অপচয়, বাড়াবাড়ি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী দুনিয়াতে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা।

স্ব-প্রশংসা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ অন্যের প্রচেষ্টা এবং ধার্মিক কাজগুলিকে ছোট করে দেখে তাদের নিজের ধার্মিক কাজগুলিকে ভাল মনে করে। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের যে কোন ভাল কাজ বা সৎ কাজ তারা সম্পাদন করে তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সৎ কাজ করার সুযোগের মাধ্যমে সম্ভব। অতএব, তাদের উচিত অন্যের কাজকে অবজ্ঞা না করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, কারণ এই করুণা সহজেই অন্যদের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তির মনে রাখা উচিত যে তাদের জীবনের ফলাফল বা অন্যদের জীবনের ফলাফল তাদের অজানা। সম্ভবত তারা মারা যাবে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তারা যাকে অবনত দেখবে তারা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। অতএব, তাদের নিজেদের কিছুতেই গর্ব করা উচিৎ নয় এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যের মাধ্যমে মন্দ পরিণতি থেকে আশ্রয় নেওয়া উচিত, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্যের সাথে ভাগ্য।

রাগ

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের স্বার্থে রাগ করে। একজন মুসলমানের শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া উচিত। এটা তখনই যখন মহান আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করা হয় তখনই রাগান্বিত হয়। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রেও তাদের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ইসলামের সীমার মধ্যে হতে হবে যদি তারা তা না করে তবে এটি প্রমাণ করে যে তাদের ক্রোধ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। এই অবস্থা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, যিনি কখনো নিজের স্বার্থে প্রতিশোধ নেননি, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন। সহীহ বুখারী, 3560 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্ট্রেসিং ওভার প্রোভিশন

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল একজনের নিশ্চিত বিধান সম্পর্কে চরম উদ্বিগ্নতা এবং তাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তার জন্য উদ্বেগের অভাব, যথা, বাধ্যতামূলক কর্তব্য। যখন এই দুশ্চিন্তা চরম আকার ধারণ করে তখন একজনকে বেআইনি উপায়ে রিজিক খোঁজার দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহই তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। একইভাবে তারা সন্দেহ করে না যে তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের সন্দেহ করা উচিত নয় যে তিনিই তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 40:

"আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে রিজিক দিয়েছেন..."

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে প্রতিটি সৃষ্টির জন্য রিজিক বরাদ্দ করে রেখেছেন। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে। এতদিন আগে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত কিছু কীভাবে পাওয়া যাবে না?

একটি কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ আন্তরিকভাবে অনুতাপ না করে প্রায়ই পাপ করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন কোনও ব্যক্তি পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এই কালোত্ব বাড়তে থাকে যতক্ষণ না তাদের সমগ্র আধ্যাত্মিক হৃদয় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি তাদের কর্তব্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে এবং পাপ করতে থাকবে। তাই মুসলমানদের জন্য বড় ও ছোট গুনাহ থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করা এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবিচল থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

উদাহরণের সাহায্যে পরিচালনা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যখন কেউ অন্যকে উপদেশ দেয় এবং নিজের শিক্ষার উপর কাজ করতে অবহেলা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধরনের লোকেরা শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জন করতে চায় তাই তারা এতে মনোনিবেশ করে যা তাদের নিজেদের আত্মাকে অবহেলা করে। মুসলমানদের জন্য তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে নিজেদের সংশোধন করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা এবং তারপর তাদের পরামর্শের মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, নিজের পরামর্শে কাজ করা অন্যের আচরণে কেবল কথার মাধ্যমে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে। এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে। এর অর্থ হল তাদের আন্তরিকভাবে তাদের নিজস্ব পরামর্শে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত তারপর অন্যকে পরামর্শ দেওয়া উচিত।

বিশ্বের অতিরিক্ত আরাম

আত্মার আর একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল এই জড় জগতে অতিরিক্ত আরামের আকাঙ্ক্ষা করা এবং চেষ্টা করা। এটি একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অবহেলা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য প্রচেষ্টার কারণ হতে পারে। সহীহ বুখারি, 6416 নম্বরে পাওয়া হাদিসের উপর একজন মুসলমানের আমল করা উচিত। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলিমকে এই পৃথিবীতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসাবে বসবাস করা উচিত। যে এমন আচরণ করবে সে বুঝবে যে এই পৃথিবী তাদের স্থায়ী বাসস্থান নয় তাই তারা এতে অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ করবে না। তারা পরিবর্তে তাদের স্থায়ী বাড়িতে অর্থাৎ পরকালের জন্য নিজেদের জন্য আরাম দেওয়ার চেষ্টা করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 7417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ব আসলেই মুমিনের জন্য কারাগার। তাহলে একজন মুসলমান কিভাবে এতে অতিরিক্ত আরাম পেতে পারে? যখন কেউ সঠিক মানসিকতার সাথে জীবনযাপন করে তখন তারা মনের শান্তির মাধ্যমে এই পৃথিবীতে আরাম পাবে এবং পরেরটির জন্যও পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে।

ইচ্ছা পূরণ

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বদা নিজের ইচ্ছা পূরণ করা। এটি একটি বিপজ্জনক মানসিকতা কারণ এটি সহজেই একজনকে হালাল থেকে অবৈধ ইচ্ছায় নিয়ে যেতে পারে। তাই একজন মুসলিমের জন্য তাদের ইচ্ছাগুলোকে সীমিত রাখাই উত্তম, যদিও তারা বৈধ হলেও। পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় এবং বৈধ ইচ্ছার সাথে লেগে থাকা এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য বৈধ ইচ্ছা উপভোগ করা সর্বোত্তম।

পার্থিব সাহচর্য

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থিব কারণে মানুষের সাহচর্যের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক। এটা জানা জরুরী যে একজন মুসলিম তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত নয় বরং ধার্মিকদের দিকে ঝুঁকানো।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের জানা উচিত যে তারা যখন তাদের কবরে পৌঁছাবে তখন তাদের সম্পদ এবং সঙ্গীরা তাদের ছেড়ে চলে যাবে এবং তাদের সাথে কেবল তাদের আমল থাকবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজ করা এবং পার্থিব কারণে মানুষের সাথে মেলামেশা করা। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

কর্মের পরিণতি উপেক্ষা করা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মহান আল্লাহকে অমান্য করা অব্যাহত রয়েছে, যখন বিশ্বাস করা হয় যে কেউ শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে কারণ এখনও কোন স্পষ্ট শাস্তি আসেনি। একজন মুসলমানকে শাস্তি বিলম্বিত হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। মহান আল্লাহ, কর্মকে উপেক্ষা করেন না তিনি কখনও কখনও একজন ব্যক্তিকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য কর্মের পরিণতি বিলম্বিত করেন। তাই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই একজন মুসলমানের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন একজন ব্যক্তি অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করবে, সে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পাবে। আর যে অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ না করে এবং তা গোপন করার মাধ্যমে অন্যদের দ্বারা সেরকম আচরণ করা উচিত।

স্থায়ী এখনও

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ তাদের ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদের উন্নতি করার চেষ্টা করে না। একজন মুসলমানের কখনই স্থির থাকা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে কথা ও কাজ এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। কেউ পরিপূর্ণতা দাবি করে না কিন্তু তাদের নিজেদেরকে আরও ভালো করার চেষ্টা করা উচিত, একটু একটু করে, ঠিক যেমন তারা তাদের পার্থিব সম্পদ এবং সম্পদ উন্নত করার চেষ্টা করে।

সময় নষ্ট

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল সময় নষ্ট করা। এর মধ্যে এমন জিনিসে ব্যস্ত থাকা অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগ প্রকাশ করে না। একজন মুসলমানের জানা উচিত যে সময় একটি মূল্যবান উপহার যা একবার চলে গেলে ফিরে আসে না। মৃত্যুতে এবং পরকালে মানুষের সবচেয়ে বড় আফসোস হচ্ছে এই পৃথিবীতে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা সঠিকভাবে ব্যবহার না করা। একজন মুসলমানের তাই সুনানে ইবনে মাজা, 3976 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুদূরপ্রসারী হাদীসের উপর আমল করা উচিত। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি তার ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা না করে। তাদের উদ্বেগ. এর মধ্যে অর্থহীন কার্যকলাপে সময় নষ্ট করা অন্তর্ভুক্ত।

রাগ নিয়ন্ত্রণ

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যখন কেউ তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় যার ফলে পাপ হয়। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, রাগের মাথায় কাজ করা এবং কথা বলা কেবল পার্থিব অনুশোচনা এবং পরকালে শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। একজনের শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করা উচিত এবং নিজেদেরকে আরও নিষ্ক্রিয় করে তোলা উচিত যাতে রাগান্বিত হলে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন বসে থাকা। সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজনকে কেবল চুপ থাকা উচিত যতক্ষণ না তাদের রাগ তাদের কাছ থেকে চলে যায়। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 245 নম্বরে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাগ করে উচ্চারিত শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে।

অসার ও মন্দ কথাবার্তা

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল নিরর্থক এবং মন্দ কথাবার্তা, যেমন মিথ্যা বলা। একজন মুসলমানের কেবল এমন শব্দ বলা উচিত যা তাদের জন্য ইহকাল বা পরকালে উপকারী। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের উচিত খারাপ কথা এড়িয়ে চলা কারণ এতে তাদের ক্ষতি হবে এবং এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে যা পাপ বা উপকারীও নয় যেমন অনর্থক কথাবার্তা, কারণ এতে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে পতিত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কৃপণতা

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য কৃপণ হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ জড় জগতের অতিরিক্ত প্রেম। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, তারা যা কিছু জমা করে রাখবে তা অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে যাবে যখন তারা এর জন্য দায়ী থাকবে। পক্ষান্তরে, তারা যা কিছু দান-খয়রাতের মাধ্যমে পাঠাবে তা বিচার দিবসে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

উপরন্তু, জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, মহান, মানুষ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে কিন্তু জাহান্নামের কাছাকাছি। অথচ উদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে সময় উৎসর্গ করার জন্য সংগ্রাম করে, তবে তারা সর্বোত্তম আল্লাহর জন্য খুব উদার হতে পারে, আশা করে যে এই মনোভাব তাদের পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যাবে।

মিথ্যা প্রশংসা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তারা মানুষের কাছ থেকে পাওয়া মিথ্যা প্রশংসা দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা তাদের গোপন কর্ম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে নিজেদেরকে ভালো জানে। অতএব, তাদের কখনই মানুষের প্রশংসায় প্রতারিত হওয়া উচিত নয় এবং বরং বুঝতে হবে এটি মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করবে না, কারণ তিনি তাদের সমস্ত কাজ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

ঈর্ষা

আত্মার পরবর্তী নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিংসা। একজন মুসলমানের জানা উচিত যে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা হচ্ছে মহান আল্লাহর পছন্দের সরাসরি সমালোচনা, কারণ তিনিই ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে সেই নিয়ামত দিয়েছেন। বাস্তবে, একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহর সাথে সমস্যা রয়েছে, অন্য ব্যক্তির নয়। এই ব্যক্তি কিভাবে সফল হতে পারে? একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কি দেয়, যদিও তারা বুঝতে পারে না। তাদের উচিত কেবল তাঁর পছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং সর্বদা ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করা উচিত।

বৈধ বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যখন অলসতার কারণে কেউ হালাল বিধান অনুসরণ করা ছেড়ে দেয় এবং পরিবর্তে অন্যদের জীবনযাপন করে, যেমন সামাজিক সুবিধাগুলি এখনও, মহান আল্লাহর উপর তাদের উচ্চ স্তরের আস্থার কারণে এই পদ্ধতিতে আচরণ করার দাবি করে। তাদের জন্য প্রদান. এই সমালোচনা তাদের দিকনির্দেশনা নয় যারা বৈধভাবে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। একজন মুসলমানের উচিৎ আল্লাহর উপর আস্থার উভয় উপাদানই পূরণ করা, তাদের দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে, যেমন তাদের শক্তি এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের জন্য প্রদান করার জন্য। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি তার বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।"

ধ্রুব আনুগত্য

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী এবং তাই মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করার প্রয়োজন নেই। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, যেহেতু তাঁর চেয়ে পরিশুদ্ধ হৃদয় তখনও আর কারো ছিল না, তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6471 নম্বরে পাওয়া যায়, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি রাতে এত বেশি স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করেছিলেন যে তার আশীর্বাদিত পা ফুলে উঠত।

অনুগ্রহ গণনা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একজন অন্যের প্রতি যে উপকার করে তা গণনা করা। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করলে যে পুরস্কার পাওয়া যেত তা বাতিল করে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264 :

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

যদি কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তবে তাদের উচিত তাঁর কাছে প্রতিদান চাওয়া এবং অন্য কেউ নয়, বিচারের দিন তারা খালি হাতে থাকবে। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। একজন অন্যকে যা কিছু দেয় তার উৎস হলেন মহান আল্লাহ। তিনিই প্রতিটি আশীর্বাদের স্রষ্টা এবং প্রকৃত মালিক তাই একজন ব্যক্তির কখনই অন্যকে সাহায্য করার জন্য গর্ব করা উচিত নয় যখন সাহায্যের উৎস একমাত্র আল্লাহ।

মজা করা

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বদা বিশ্বে মজা করার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা করা। যে সবসময় মজার মেজাজে থাকে সে অপছন্দ করবে এবং গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা এবং কাজ করা এড়িয়ে যাবে, যেমন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। এই মনোভাবের কারণে এই ব্যক্তি পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে এবং তাই তারা খালি হাতে পরলোকগত পৃথিবীতে পৌঁছাবে। এটি একটি ভাল মেজাজে থাকা গ্রহণযোগ্য কিন্তু এটি গুরুতর বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা থেকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেননা জামে আত তিরমিযী, ২৩০৫ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, অত্যধিক হাসি আধ্যাত্মিক হৃদয়কে হত্যা করে।

কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাদের ধৈর্যের প্রয়োজন যখন প্রকৃতপক্ষে তাদের মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যখন একজন ব্যক্তি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তার অগণিত আশীর্বাদের কথা মনে রাখা উচিৎ। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তার বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত দেন, যদিও তারা অবিলম্বে পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা দেখতে না পান। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই সত্যগুলি একজনকে এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে অনুপ্রাণিত করবে যেখানে বেশিরভাগ লোকেরা ধৈর্য প্রদর্শন করবে বলে আশা করে।

ছাড়ের উপর অভিনয়

আত্মার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যখন কেউ ইসলামের আদেশের উপর পূর্ণ ও সঠিকভাবে কাজ করার পরিবর্তে অব্যাহতভাবে ছাড়ের উপর কাজ করে। সহীহ বুখারী, 2051 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন সন্দেহজনক জিনিসগুলিকে সহজেই হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন সন্দেহজনক বিষয়গুলি এড়িয়ে চলতে ব্যর্থ হয়ে একজন মুসলিমের এই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয়।

ভুল উপেক্ষা

আত্মার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যখন কেউ তাদের ভুল এবং পাপকে উপেক্ষা করে। যদি একজন মুসলিম এই মনোভাব বজায় রাখে তবে তারা এই ভুল এবং পাপগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং তারপরে তাদের থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া খুব কঠিন হবে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদেরকে ক্রমাগত মূল্যায়ন করা এবং তারা যখন কোনো পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তা উপেক্ষা করা থেকে বিরত থাকে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পর্বত ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe